Embassy of the People's Republic
of Bangladesh
Tokyo

প্রেস রিলিজ

টোকিও, ৫ আগস্ট ২০২৩

জাপানে বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭৪তম জন্মবার্ষিকী উদযাপিত

আজ (০৫/০৮/২০২৩) যথাযোগ্য মর্যাদায় স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র আধুনিক ক্রীড়া জগতের অন্যতম পথিকৃৎ বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭৪তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন করেছে জাপানের টোকিওস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস।

এ উপলক্ষে মান্যবর রাষ্ট্রদূত শাহাবুদ্দিন আহমদ দূতাবাস-এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে নিয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পন করেন। অত:পর বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যদের আত্মার শান্তি ও মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। এছাড়া দিবসটি উপলক্ষ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত বানী সকলের উদ্দ্যেশ্যে পাঠ করা হয়।

স্বাগত বক্তব্যে রাষ্ট্রদূত শাহাবুদ্দিন আহমদ বলেন, একবিংশ শতাব্দীতে শেখ কামাল স্মরণীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন। তিনি ছিলেন একাধারে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া সংগঠক। তিনি যেমন ছায়ানটে সেঁতার বাজিয়েছেন, তেমনি আবাহনী ক্রীড়াচক্র নামক ঐতিহ্যবাহী ফুটবল ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেছেন। এছাড়া আধুনিক ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী শেখ কামাল ছিলেন ঢাকা থিয়েটার ও স্পন্দন শিল্পী গোষ্ঠীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সংগঠক। ১৯৬৯-র গণঅভ্যুত্থান ও ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে বীরোচিত ভূমিকা পালন করেন শহিদ শেখ কামাল । তিনি সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম ওয়ার কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে মুক্তিবাহিনীতে কমিশন লাভ করেন ও মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল ওসমানির এডিসি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। শেখ কামাল যার শরীরে বঙ্গবন্ধুর রক্ত বহমান ছিলো, তিনি ছিলেন অনেক গুণের অধিকারী। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু যখন দেশ পুনর্গঠনে ব্যস্ত তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সদস্য শেখ কামাল দেশের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে বিশ্বদরবারে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। যারা তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন তারা অনুভব করেছেন তাঁর স্নিগ্ধ, হাস্যোজ্জ্বল, মমত্ববোধ সম্পন্ন চরিত্র। সৃষ্টি আর সম্ভাবনায় ঠাসা ছিল তাঁর এই সংক্ষিপ্ত জীবন। রাষ্ট্রদূত বলেন, ১৫ই আগষ্ট ১৯৭৫-এর কালরাতে ঘাতকের গুলিতে শাহাদত বরনকারী শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল তাঁর সক্রিয় কর্মজীবন, দৃপ্ত পদচারণা ও অতুলনীয় অবদান-এর জন্যে বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মের কাছে চিরঅনুকরণীয় হয়ে থাকবেন।

আলোচনা পর্বে শেখ কামালের কর্মময় জীবন সম্পর্কে বক্তাগণ আলোকপাত করেন। আলোচকগণ বলেন শেখ কামাল ছিলেন একজন সৃজনশীল উদ্যমী প্রাণবন্ত এবং রাজনীতি সচেতন তরুণ, যিনি মুক্তিযুদ্ধে অস্ত্র ধরেছেন আবার যুদ্ধ পরবর্তীতে একজন সংগঠক হিসেবে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের অসামান্য অবদান রেখেছেন এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডে তরুণদের অংশগ্রহনকে উদ্‌বুদ্ধ করেছেন। বক্তাগণ বলেন, তারুণ্যের প্রতীক শেখ কামাল বেঁচে থাকলে হয়তো বর্তমান বাংলাদেশের নেতৃত্ব দিতেন, গড়ে তুলতেন আধুনিক ও প্রগতিশীল বাংলাদেশ। তাঁর জীবন ও কর্ম নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার জন্য আলোচকগণ আহবান জানান। অনুষ্ঠানের পরবর্তী পর্যায়ে বাংলাদেশে আধুনিক ক্রীড়া জগতের রূপকার শেখ কামালের কর্মজীবনের উপর তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

বাংলাদেশ দূতাবাস, টোকিও ★ EMBASSY OF BANGLADESH, TOKYO ★

০৫/০৮/২৩
শেখ ফরিদ
দূতালয় প্রধান

3-29, Kioicho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0094, Japan, | Tel:+81-03-3234-5801 | Fax:+81-03-3234-5802
Email : mission.tokyo@mofa.gov.bd | www.bdembjp.mofa.gov.bd